রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব-২

পুর্ববর্তী প্রকাশের পর .....

ভিক্টোরীয় ইংরেজ, বা উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি ভদ্রলোক গৃহিনীকে যেভাবে আদর্শায়িত ক’রে সুখ পেত, এতে রূপায়িত হয়েছে সে ছবিটিই। এর সাথে বাস্তবে কোন মিল নেই। ভদ্রলোক বাঙালির চোখে যা ‘‘ গৃহ লক্ষ্মী ’’, ভিক্টোরিয়ীদের চোখে তা ‘ অ্যাঞ্জেল ইন দি হাউস ’, দুটিই সুভাষণ। কবিতাটি বাস্তব ভাবে পড়লে বোঝা যায় যে একটি স্বাধীন দেবীকে বন্দি করা হয়েছে বা বেঁধে ফেলা হয়েছে, বাধঁনটি অবশ্য সোনার। বন্দী ওই দেবীর দুঃখ আছে কিনা তাতে কবির কোন উৎসাহ নেই; তাকে যে বন্দী করা হয়েছে, এটাই বেশ স্বস্তিকর। এতে স্তব করা হচ্ছে শেকলটিরই। নারী বন্দী, বন্দীত্বই তার সুখ। পুরুষ স্বাধীন বীর, সব সময় সংগ্রাম ক’র চলছে; পুরুষ এতোই বীর যে সে বন্ধনহীন দেবীকে ও বেঁধে ফেলেছে। এখন দেবীর কাজ শুধু ‘শুভকর্ম, শুধু সেবা করা নিশিদিন ’। যদি ওই শুভকর্ম ও নিশিদিন সেবার একটি তালিকা করা যায়, তাহলে দেবী আর দেবী থাকে না, হয়ে উঠে গৃহপরিচারিকা। ওই দেবী ঘুম থেকে উঠেই কাজে লেগে যায়, বাসন মাজে, স্বামীর খাবার তৈরী করে, শ্বাশুড়ীর খাবার তিরষ্কার শোনে, স্বামীর জামার বোতাম সেলাই করে, বছরে বছরে নোংরা আঁতুরঘরে বাচ্চা বিয়োয়, বিয়োতে গিয়ে মারা যায় অনেকেই, আর যারা বেঁচে থাকে তাদের আর যা-ই হোক, রূপ নামের কিছু থাকে না, যা টানতে পারে কোন রোম্যানটিক কবিকে বা মাংসাশী স্বামীকে। তখন পুরুষ পুরোনো দেবীকে ছেড়ে নতুন দেবী খুঁজে। রবীন্দ্রনাথ যখন গৃহিনীর দিকে তাকিয়েছেন, তখন তাকিয়েছেন রোম্যানটিকের চোখে, তাকে আদর্শায়িত করেছেন, যদিও তিনি নিজের ঘরেও অমন কোন দেবী দেখেন নি। তবে তিনি চান বাস্তবে নারী হবে গৃহিনী। রোম্যানটিকের চোখে নারীর আরেক রূপ মানসী, তিন বছর পরে লেখা ‘মানসী’(১৩০২) কবিতায় যার পরিচয় পাওয়া যায় :

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগন
সোনার উপমাসুত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার ’পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষন কত-না-
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোন,
বসন্তের বন হতে আসে পুস্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সাজ দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার ’পরে প্রদীপ্ত বাসনা-
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা॥

এ-কবিতায় পুরুষ নারীর দ্বিতীয় বিধাতা, যে অনেক শক্তিশালী প্রথম বিধাতার থেকে। প্রথমটি নারীকে সৃষ্টি করেছে, আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টির নামে বন্দী করেছে নারীকে। কবিতাটিতে পুরুষ সক্রিয়ঃ পুরুষ স্রষ্টা, স্থপতি, ভাস্কর, কবি, শিল্পী; নারী নিষ্ক্রিয়; নারী পুরুষের তৈরী মুর্তি; আর সম্ভোগসামগ্রী। কবিতাটিতে নারীর বাস্তব অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে; নারী 'অর্ধেক মানবী' বা অর্ধেক বাস্তব; তার 'অর্ধেক কল্পনা' বা অর্ধেক অবাস্তব। এটি নারীর রোম্যানটিক স্টেরিওটাইপ। পুরুষের চোখে যদি নারী অর্ধেক কল্পনা হয়, তবে নারীর চোখেও পুরুষ অর্ধেক কল্পনা হওয়ার কথা; এবং পুরুষও তথাকথিত একলা বিধাতার সৃষ্টি নয়, নারীরও সৃষ্টি। তবে এ কবিতায় বলা হয়েছে যে- নারীর কথা, সে সম্পুর্ন কল্পনা; যার বাস পুরুষের ক্ষণায়ু উন্মাদনার মধ্যে। ওই মানসী যদি কবি বা পুরুষের স্ত্রী হয়, তবে দেখা যাবে মানসসুন্দরী মাছ কুটছে রান্নাঘরে, বোতাম সেলাই করছে, আর অস্বাস্থ্যকর আঁতুরঘরে প্রসব ক'রে চলছে বাচ্চাকাচ্চা। কবিতা হিশেবে চমৎকার এটি, তবে এটিতে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে পুরুষতন্ত্র ও পুরুষাধিপত্যের অহমিকা। পুরুষ নারীকে সৃষ্টি করার নামে যে বন্দী করেছে, তাকে লজ্জা-সজ্জা-আবরন দিয়ে যে ঘরের মাঝে আটকে ফেলেছে, এটা চোখে পড়ে নি পড়ে নি রোম্যানটিকের।

রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে গদ্যে প্রথম কথা বলেন বিলেতে গিয়ে (১৮৭৮-১৮৮০) *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*-এ(১৮৮১)। একটি বদ্ধ সমাজ থেকে মুক্ত সমাজে গিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের এক নারীসঙ্গাকাতর রোম্যানটিক তরুন উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন তরুনীদের দেখে, তাদের সংস্পর্শে এসে, তাদের সাথে হাতে হাত ধ'রে গালে গাল লাগিয়ে নেচে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ছেয়ে আছে নারী আর নাচের বিবরণে। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায় উচ্চবিত্ত বিলেতি সমাজের যে-নারীদের, তারা ' রাসকিনের মেয়ে ' বা ' রানীর বাগানের পদ্ম ', যারা আপাদমস্তক অপদার্থঃ তারা নাচ, গান, ফ্লার্ট করা আর কিছু জানে না। বিলেতে গিয়েই তিনি তাদের সাথে মিশে যেতে পারেন নি, তাদের দেখেছেন দূর থেকে, এবং খুঁত খুঁজেছেন তাদের; তবে তাদের কাছাকাছি আসার পর উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তাদের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর চোখে পড়েছে বিলেতে যাওয়ার সাথে সাথেই : 'মেয়েরে বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে ..... মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসার্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নতুন অ্যাটর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি ' (রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১, ৫৪২)। এ -বর্ণনায় রয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের জন্য গৌরবজনক নারীবিদ্বষ, যখন নারীবিদ্বেষ ছিলো অনেকটা বুদ্ধিজীবিতার লক্ষন। সতেরো-আঠারো বছরের তুলনায় একটু বেশি পাকাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন যে নারীমাত্রই লঘু, যারা বেশভূষা, নাচ, অ্যাকটর প্রভৃতির উপরে উঠতে পারে না।

ভিক্টোরীয় সমাজে যে নারীদের তৈরী করেছে ওভাবেই সেটা তার চোখে পড়ে নি। ওই নারীদের প্রাত্যহিক জীবন কর্মহীন প্রমোদের : 'এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের আগুন পোহায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সংগে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সংগে ফ্লার্ট করে ' (রর : ১, ৫৪২)। রবীন্দ্রনাথ ' এ দেশের মেয়ে ' যাদের বলেছেন, তারা উচ্চবিত্ত অপদার্থ নারী, সাধারণ নারীদের সাথে তাদের কোন মিল নেই। এ-অকর্মা নারীদের তিনি সমালোচনা করেছেন, এমনকি যে -মেয়েরা বিয়ে না ক'রে কিছু একটা করছে, তাদের কাজের বিদ্রুপ করেছেন : ' এ দেশের চির আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেমপারেনস মীটিং, ওয়ার্কিং মেনস সোসাইটি প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে ' (রর : ১, ৫৪২)। ওই উচ্চবিত্ত নারীরা ওই সব ছাড়া আর কি করতে পারে, এমন প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অবশ্য বিপদে পড়তেন; এবং ওই সব ছাড়া তারা অন্য কিছু করলেও তিনি হয়তো তাদের সমালোচনা করতেন। তিনি ক্রমশ ঘনিষ্টভাবে মিশেছেন পিয়ানোবাজানো মেয়েদের সাথে, দেখেছেন ' এক-একটা মেয়ের নাচের

বিরাম নেই, দু-তিন ঘন্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে ', সুখ পেয়েছেন ' শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মান ' (রর : ১, ৫৪৪-৫৪৫) দেখে। তখনি তাঁর মনে পড়েছে ' আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সংগে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে ' (রর : ১, ৫৫৫)। নারীদের সাথে মুক্তভাবে মিশতে পাওয়াটা তাঁর নিজের জন্যে, নারীর জন্যে নয়; নারীর সাথে মুক্তভাবে মিশতে পাওয়ার স্বাধীনতা তিনি নারীর জন্যে চান না।

চলবে .....